بسم الله الرحمن الرحيم

আহ্‌মদীয়া-বুলেটীন।

(বঙ্গীয় আঞ্জমনে আহমদীয়ার রিপোর্ট)

৩য় বর্ষ। ১ম সংখ্যা। | অক্টোবর, ১৯২৪ ইং। | সডাক বার্ষিক মূল্য ॥/০ প্রতি সংখ্যা ৫ পয়সা।

বঙ্গীয় আঞ্জমনে আহমদীয়ার ৮ম বার্ষিক অধিবেশন।

৯, ১০, এবং ১১ই অক্টোবর ১৯২৪ ইং।

স্থান—ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আহমদীয়া মসজেদ প্রাঙ্গণ।

খোদার ফজলে বঙ্গীয় আঞ্জমনে আহমদীয়ার ৮ম বার্ষিক অধিবেশন ৯, ১০ এবং ১১ই অক্টোবর ১৯২৪ তারিখে সুসম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে শ্রদ্ধেয় জনাব মুফতী মহাম্মদ সাদেক সাহেবের আগমন সংবাদ প্রথম হইতেই সাধারণে প্রচার করা হইয়াছিল; কিন্তু অধিবেশনের দুই দিবস পূর্ব্বে কাদিয়ান হইতে টেলিগ্রাফ পাওয়া যায় যে জনাব মুফতী সাহেব ১৫ই অক্টোবরের পূর্ব্বে কাদিয়ান হইতে রওয়ানা হইতে পারিবেন না। এই সংবাদ সভাতে সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাপন করা হইলে স্থির হয় যে পূজার ছুটীর পর ৭ই নভেম্বর বা নিকটবর্ত্তী কোন তারিখে মুফতী সাহেবকে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া তসরীফ আনিতে অনুরোধ করা হউক। সভাতে চট্টগ্রাম হইতে মৌলভী আবদুল লতীফ সাহেব, ঢাকা হইতে মৌলভী হুছাম উদ্দীন হায়দর সাহেব এবং শ্রদ্ধেয় কাজী আবদুল ওহাব সাহেব, এবং চুচুড়া হইতে মৌলভী আবুল হাসেম খাঁ চৌধুরী সাহেব বগুড়া হইতে মুনসী আরজ উদ্দীন সাহেব এবং মিঞা আব্বাস আলি, তাতারকান্দি হইতে সৈয়দ আজীজল হক, বীর পাইকশা হইতে মিঞা মহাম্মদ হাসেম, মুরসিদাবাদ হইতে জনাব হাফেজ তৈয়ব উল্লাহ সাহেব এবং অন্যান্য অনেক ভ্রাতাগণ যোগদান করেন। উপস্থিত লোকদিগের সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসর হইতে অধিক হইয়াছিল। প্রথম দিবস বেলা ১১॥ টার সময় কার্য্য আরম্ভ হয়। কারী নঈম উদ্দীন সাহেব কোরাণ শরীফ তেলাওৎ করিলে পর মৌলভী হুছাম উদ্দীন হায়দর সাহেব নিজ রচিত একটী কবিতা শহীদ মরহুম মৌলভী নেয়ামৎ উল্লার স্মৃতি উদ্দেশ্যে পাঠ করেন। অতঃপর মৌলভী আবদুল লতীফ সাহেব "হজরৎ মসিহ মউদের (দঃ) দাবী এবং দলিল" সম্বন্ধে লেকচার দেন। তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইবার পর মৌলভী জিল্লোর রহমান সাহেব জগতের বিভিন্ন অংশে আহমদি সেলসেলার বিস্তার সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

অতঃপর জোহর এবং আসরের নামাজ একত্রে সমাপন করা হয়।

নামাজের পর কারী নঈম উদ্দীন সাহেব হামদ ও নায়াৎ পাঠ করেন। তৎপর মৌলভী গোলাম ছমদানী জগতের মানচিত্র দেখাইয়া জগতের যে যে দেশে আহমদি সেলসেলার বীজ রোপিত হইয়াছে তাহা সকলকে বুঝাইয়া দেন। ভারতের বিভিন্ন অংশে, ব্রহ্মদেশে, সুমাট্রা, জাভা, ফিলিপাইন দীপপুঞ্জে, অষ্ট্রেলীয়া মহাদ্বীপে, হংকঙ্গে, কানটনে এবং চীনের অন্যান্য স্থানে, পারশ্যে, ইরাকে, আরবে, ইংলণ্ডে, জারমানে, ফ্রান্সে, বেলজীয়মে, হল্যাণ্ডে, পোলাণ্ডে, আলবানিয়াতে, কুস্তনতুনিয়াতে, স্পেনে, উত্তর আমেরিকার যুক্ত প্রদেশে, পশ্চিম ভারতের দ্বীপপুঞ্জে, ট্রিনিদাদ দ্বীপে, দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেনটাইন এবং ব্রাজিল দেশে, আফ্রীকার নাইজেরিয়া, গোল্ডকোষ্ট, কেপ কলোনি, অরেঞ্জষ্টেট, উগাণ্ডা, মিসর প্রভৃতি দেশ সমূহে সেলসেলা খোদার ফজলে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে।

অতঃপর সভাপতি সাহেবের প্রস্তাব মত নিম্নলিখিত দুইটী প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

১। The Ahmadi Musalmans of Bengal assembled in this annual Conference express their sense of horror and abhorrence of the barbarous stoning to death of their brother Moulvi Neamatulla Khan, in Afganisthan by the order of the highest judicature of the country for no other fault than that of differance of religious opinion. They regard the outrage as all the more dastardly for the fact of the previous declaration by the Afgan Government of full religious liberty in the country.

That the above resolution be communicated to the Consul of the Government of His Majesty the Ameer of Afganisthan at Simla for favour of transmission to His Majesty the Ameer.

That copies of the resolution be sent to the press for publication.

حضرت خليفة المسيح جس اهم مقصد كو مد نظر ركهكر
با وجود اپنے جاني و مالي مشكلات كے يورپ مين تشريف
لے گئے هين - اسكے متعلق مولوي محمد علي صاحب بى -

اسے نے اسراف کا غلط الزام قایم کرکے لوگوں میں بدظني پھیلانے کي کوشش کي - اگرچہ احمدیہ جماعت میں کوي ایک بھي فرد ہمارے نزدیک ایسا نہیں ہے کہ اسکے اس بات کو قابل توجہ خیال کرے تاہم انکے اس حیا سوز رویہ کو ہم نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں *

তৎপর চীফ সেক্রেটারী গত বৎসরের কার্য্য সম্বন্ধে রিপোর্ট পাঠ করেন। এই রিপোর্ট উপস্থিত মেম্বরগণ কর্ত্তৃক আলোচিত হইলে পর হাফেজ তৈয়ব উল্লা সাহেব এবং মুনসী আরজ উদ্দীন সাহেব "বঙ্গদেশে আহমদি সেলসেলা প্রচারের প্রকৃষ্ট উপায়" সম্বন্ধে নিজ নিজ মত প্রচার করেন এবং মিঞা আলি আন ওয়ার, গোলাম ছামদানি এবং দৌলত খাঁ "কি উপায় অবলম্বনে তালিম দিলে জামাৎ সহজে উন্নতি লাভ করিতে পারিবে" তৎবিষয় অভিমত প্রকাশ করেন। অতঃপর দোয়া করিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

দ্বিতীয় দিবস ১১॥ টার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়।

হাফেজ তৈয়ব উল্লা সাহেব কোরাণ শরিফ পাঠ করেন এবং মৌলভী জিল্লোর রহমান সাহেব আলফজ্‌লে প্রকাশিত হজরৎ খলিফাতুল মসিহর (আঃ) পত্র যাহা তিনি ইংলণ্ড হইতে লিখিয়াছেন পড়িয়া সকলকে শুনান। তৎপর মৌলভী আবদুল লতীফ সাহেব "আহমদিগণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে হজরৎ খলিফাতুল মসিহর উপদেশ" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

জুমার এবং আসরের নামাজ একত্রে সমাধা হইবার পর আহমদিয়া মক্তবের দুইটী ছাত্র হজরৎ মসিহ মউদের (দঃ) উর্দ্দু কবিতা আবৃত্তি করে এবং মৌলভী আউসাফ আলী সাহেব নিজ রচিত কবিতা পাঠ করেন। তৎপর চীফ সেক্রেটারী আগামী বৎসরের কার্য্য-প্রণালী উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে শুনান। এবং তাহা সমালোচিত এবং গৃহীত হইবার পর মৌলভী জিল্লোর রহমান সাহেব "নবুয়তে মসিহ মউদ (দঃ)" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। অতঃপর মৌলভী হুছাম উদ্দীন হায়দর সাহেব "জগতে ধর্ম্ম-সমন্বয়ের প্রকৃষ্ট পথ" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন এবং হাফেজ তৈয়ব উল্লা সাহেব "আহমদি এবং গয়ের আহমদিগণের মধ্যে পার্থক্য" সম্বন্ধে ওয়াজ করেন। অতঃপর সভাপতি সাহেব দোয়া পাঠ করেন এবং সভা ভঙ্গ হয়। দুই দিবসের সভাতেই জনাব মৌলভী আবদুল লতীফ সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১১ই অক্টোবর শনিবার আহমদি মহিলাদিগের সভা হয়। শ্রীমতী সৈয়দন্নেসা, খাতমন্নেসা, আলতাফন্নেসা, মাজেদা খাতুন, জামিলা খাতুন, আমেনা খাতুন, সৈয়দা সানি আফতব বানু, সৈয়দা হুসন আখতব নিজ নিজ প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীমতী আয়ুবন্নেসা, সৈয়দা হাসিন আখতব, সৈয়দন্নেসা কবিতা পাঠ করেন। শ্রীমতি করিমন্নেসা, আমেনা খাতুন, আশবাদন্নেসা, তাজন বিবি, জোবেদা খাতুন, আঞ্জুমন্নেসা, কটবানু, হুসেন বিবি কোরাণ শরিফ পাঠ করেন।

মৌলভী আবদুল লতীফ সাহেব, মৌলভী জিল্লোর রহমান, হাফেজ তৈয়ব উল্লা, মুনসী আজিজ উদ্দীন সমবেত মহিলা-দিগকে ওয়াজ করেন।

নামাজ, আখলাক, সন্তানদিগের তত্ত্বাবধান, মুষ্টি রাখিবার আবশ্যকতা প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে মহিলাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হয়।

বঙ্গীয় আঞ্জমনে আহমদীয়ার বার্ষিক রিপোর্ট।

অক্টোবর ১৯২৩ হইতে সেপ্টেম্বর ১৯২৪ পর্য্যন্ত।

ربنا لا تواخذنا ان نسین او اخطانا - ربنا و لا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علي الذین من قبلنا ربنا و لا تحملنا ما لا طاقتلنا بہ و عفو عنا و اغفر لنا و ارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین *

আলহামদোলিল্লাহ। গত বৎসর আমরা এখানে সমবেত হইবার পর আর এক বৎসরকাল অতিবাহিত হইয়াছে এবং আমরা পুনরায় একত্র হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছি। ইহাও খোদা-তালার সামান্য অনুগ্রহ এবং শোকরের বিষয় নহে। মোমেন-দিগের একত্র সম্মিলনে ইমান বৃদ্ধি পাইয়া থাকে; পরস্পর পরিচয় এবং প্রীতি বৃদ্ধি পায়। পূর্ব্ব বৎসরের কার্য্যকলাপের আলোচনায় নিজেদের দুর্ব্বলতা ও দোষ উপলব্ধি করা যায়। এবং পূর্ব্ব বৎসরের কার্য্যের ফলাফল দৃষ্টে ভবিষ্যত কার্য্যপ্রণালী স্থির করিবার সুযোগ ও সুবিধা ঘটে।

বিগত জলসাতে পরবর্ত্তী বৎসরের কার্য্যের জন্য নিম্নলিখিত প্রোগ্রাম নির্দ্ধারিত ছিল :—

১। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের নির্দ্ধারিত হার অনুসারে মাসিক চাঁদা আদায় করা যথা :—

মাসিক হার	১ — ১০০৲	পর্য্যন্ত চাঁদা টাকা প্রতি	/০
	১০১ — ২০০৲	,, ,, ,, ,,	/১০
	২০১ — ৩০০৲	,, ,, ,, ,,	৵০
	৩০১ — ৪০০৲	,, ,, ,, ,,	৵১০
	৪০১ — ৫০০৲	,, ,, ,, ,,	৶০

যে সকল ভ্রাতা তৎকাল পর্য্যন্ত উপরোক্ত হারে চাঁদা দেন নাই তাঁহাদিগকে নিজ নিজ চাঁদা উক্ত হারে বৃদ্ধি করিতে অনুরোধ করা।

২। চাঁদা নিয়মিতরূপে আদায়ের জন্য

(ক) দপ্তর হইতে অধিক পরিমাণে তাকিদ ও তলব করা।

(খ) ইমামগণের সাহায্যে তাকিদ করা।

৩। মুষ্টি আদায়ের জন্য অধিক মনোযোগ করা।

৪। কাদিয়ানে নিয়মিত চাঁদা প্রেরণ—বৎসর ১২০০৲।

৫।	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, বগুড়া (দিগদাইড়) এবং রঙ্গপুরে (গাইবাঁধা) এক একজন মবল্লেগ রাখা, বৎসর খরচ	৩৬০৲
৬।	বিনামূল্যে ইস্তাহার বিতরণ (বৎসরে ৪ খানি)	১৫০৲
৭।	বৎসরে ৪ খানি পুস্তিকা প্রকাশ	১২০৲
৮।	ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার আহমদী-পাড়ায় ২টী এবং ঘাটুরাতে ১টী মক্তব সংরক্ষণ	৩০০৲
৯।	লাইব্রেরী খরচ	১০০৲
১০।	কাদিয়ানে লোক প্রেরণ	৭২৲
১১।	দপ্তরের কর্ম্মচারীর খরচ	৮৪৲
১২।	স্বেচ্ছাসেবক সাহায্য	৫০৲
১৩।	একটী প্রেস স্থাপন বাবৎ বকেয়া চাঁদা ১৩০০৲ আদায় করিতে হইবে এবং স্থানীয় আহমদিগণ হইতে ১০০০৲ চাঁদা তুলিতে হইবে।	২৩০০৲
১৪।	এতদ্ব্যতীত দপ্তরের বাজে খরচের জন্য মঞ্জুর করা হয়	১০০৲
	মোট খরচের বাজেট	৪৮৩৬৲

১৪। তবলিগ সংক্রান্ত মাসিক জলসা স্থানে স্থানে আহ্বান করা।

১৬। আহ্‌মদী পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগের তালিম এবং তরবিয়তের বন্দোবস্ত করা।

দুঃখের বিষয় এই প্রোগ্রামের অধিক অংশ কার্য্যে পরিণত করা যায় নাই। এই ত্রুটীর জন্য দায়ী প্রধানতঃ আমি। খোদাতালা ক্ষমা করুন। পারিবারিক অসুস্থতা এবং অসুবিধার কারণ আমি নিজ প্রতিশ্রুত চাঁদা নিয়মিতরূপে আদায় করিতে পারি নাই এবং তজ্জন্য উপযুক্ত মত অন্যকেও চাঁদার জন্য তাকিদ করিতে পারি নাই। এই কারণেই মফস্বলের চাঁদা যাহার পরিমাণ স্থানীয় চাঁদা হইতে অনেক অধিক নিয়মিতরূপ আদায় হয় নাই। এবং কয়েকটী প্রধান প্রধান কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা যায় নাই। প্রেস স্থাপন সম্পর্কে মাত্র অল্প কিছু স্থানীয় চাঁদা সংগ্রহ ব্যতিরেকে আর কিছুই হয় নাই। ইস্তাহার বিতরণ ও পুস্তিকা প্রকাশ করা সম্ভবপর হয় নাই। যাহা হউক তবুও খোদার ফজলে আঞ্জুমানের সাধারণ কার্য্যগুলি নিয়মিত রূপ চলিয়া গিয়াছে। এজন্য হজরৎ আমীর সাহেবের দোওয়া এবং যত্ন এবং স্থানীয় সেক্রেটারী এবং ইমামগণের উৎসাহ এবং চেষ্টাই সম্পূর্ণ প্রশংসার অধিকারী।

আঞ্জমনের প্রতিশ্রুত মাসিক চাঁদার পরিমাণ ২২৫৷৵০ তন্মধ্যে স্থানীয় চাঁদা ৫৭৷৵০ মফস্বলের চাঁদা ১৬৮৵০। গত বৎসর মোট অনাদায় চাঁদা ১৩৯৷৵০। এ বৎসর মোট অনাদায় চাঁদা ২০৫৮৵০। এই অনাদায় চাঁদা আদায়ের জন্য মফস্বলবাসী ভ্রাতাগণ ১৮৩৫৷৵০ আনার জন্য দায়ী। স্থানীয় ভ্রাতাগণ ২২৩৷৵০ আনার জন্য দায়ী। ইহা হইতে সকল ভ্রাতাগণই নিজ নিজ কর্ত্তব্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এত অত্যধিক চাঁদা বাকী না পড়িলে প্রেস স্থাপন, ইস্তাহার বিতরণ পুস্তিকার প্রকাশ সকলই সম্ভব হইতে পারিত।

চাঁদার হার যাহা নির্দ্ধারিত করা হইয়াছিল তাহাও অনেক ভ্রাতাই অবলম্বন করেন নাই। এজন্য স্থানীয় ভ্রাতৃগণই অনেকাংশে দায়ী। মফস্বলবাসী ভ্রাতাগণ যাঁহাদের চাঁদার হার বর্ত্তমানে কম আছে তাঁহারাও নিজ নিজ চাঁদার হার নির্দ্ধারিত মত বৃদ্ধি করিলে আঞ্জমনের আর্থিক অনাটন সম্যক বিদূরিত হইতে পারে।

ইহা অবশ্য সুখের বিষয় যে দপ্তর হইতে চাঁদার জন্য এ বৎসর তলব এবং তাকিদ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে। এবং স্থানীয় ইমামগণও চাঁদা আদায় সম্বন্ধে যথেষ্ট চেষ্টা ও সাহায্য করিয়াছেন।

মুষ্টির জন্যও বিগত জলসার প্রস্তাব মত অনেক চেষ্টা করা হইয়াছে। ফলে গত বৎসর হইতে এ বৎসর অধিক মুষ্টি আদায় হইয়াছে। মহাল্লা আহমদিপাড়া ৬৷৷৵০, ঘাটুরা ৭৸০, দিগদাঈড় (বগুড়া) ৪৷৷০, কোড্ডা ৩৸০, দেবগ্রাম ৩।০, ভাদুঘর ২৸০, গোকর্ণ ঘাট ১৶০, নাটাই ১৲, পৈরতলা ।৶০, দাতিয়াড়া ।৵০ মুষ্টির বাবৎ আদায় করিয়াছে।

নিম্নলিখিত মহিলাগণের কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উল্লেখযোগ্য।

১।	শ্রীমতী সৈয়দন্নেসা বিবি	১৭৷৵০
২।	,, মেহেরুন্নেসা বিবি	৯৷১০
৩।	,, হুরচান্দ বিবি	৭৸১৫
৪।	,, আয়ুবন্নেসা বিবি	৬৲

আশা করা যায় যে অন্যান্য ভগ্নিগণও আগামীতে এ বিষয় অধিকতর যত্নশীল ও সচেষ্ট হইবেন।

কাদিয়ানে নির্দ্ধারিত নিয়মিত চাঁদা ১২০০৲ প্রেরণ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতিরেকে জাকাৎ, ফেৎরা এবং বিশেষ চাঁদা স্বরূপ ৩১৩৵০ দেওয়া হইয়াছে। মোট কাদিয়ানে প্রেরিত টাকার পরিমাণ ১৫১৩৵০। আলহামদোলিল্লাহ।

মবল্লেগ তিনজন রাখিবার প্রস্তাব স্থিরীকৃত হয়। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতে মৌলবী নেজাবৎ উল্লাহ সাহেব ১১ মাস কার্য্য করেন। জমাতের তালিম ও তরবিয়তের ভারও তাঁহারই উপর অর্পিত ছিল। গত সেপ্টেম্বর মাসে তিনি কার্য্য করিতে পারেন নাই। কার্য্যকালের মধ্যে তিনি ২১টী মহাল্লায় গমন করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক গ্রামে গড়ে দুইবার গমন করেন। অধিকাংশ স্থলে আহমদীদিগকে তালিম দেওয়া ভিন্ন তিনি গয়ের-আহমদী বা বিধর্ম্মীদিগের নিকট প্রচার করিবার সুযোগ পান নাই।

মৌলবী গেয়াসউদ্দিন সাহেব গত নভেম্বর মাসে মবল্লেগ স্বরূপ বগুড়া জিলার অধীন দিগদাইড় গ্রামে যান। নভেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসে তিনি দিগদাইড় এবং নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে তবলিগ করেন। জানুয়ারী মাসে তিনি রংপুর জেলার অধীন সৈয়দপুর গমন করেন। সেখানে মৌলবী আবদুস সোবহান সাহেবের নিকট থাকিয়া প্রচার কার্য্য করেন এবং তাঁহারই সমভিব্যাহারে উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে, যথা—দারোয়ানী, জলপাইগুড়ী, পার্ব্বতীপুর, দিনাজপুর, রঙ্গপুর যাতায়াত করেন। সৈয়দপুরে দুইজন লোক সেলসেলায় দীক্ষিত হয়। তৎপর তিনি ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যভাগে দিগদাইড় ফেরত আসেন এবং কিছুকাল নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে তবলিগের কার্য্য করিয়া বাটীতে পারিবারিক অসুস্থতা নিবন্ধন এবং দিগদাইড়ের মুনসী আরজউদ্দিন সাহেবের ইচ্ছামত মার্চ্চ মাসে বাটীতে ফেরত আইসেন।

মুনসী রহমত আলীকে গাইবান্ধাতে মোবাল্লেগ নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব স্থিরিকৃত হয় কিন্তু হজরৎ খলিফাতুল মসিহের আদেশ না পাইবার কারণ তিনি কাদিয়ান হইতে আসিতে পারেন নাই। এবং তদস্থানে কাহাকেও নিযুক্ত করা হয় নাই।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার আহমদীপাড়ার দুইটী মক্তবে এবং ঘাটুরার একটী মক্তবে রীতিমত সাহায্য দেওয়া হয়। প্রথমোক্ত দুইটী মক্তবে বালক সংখ্যা ২৪ এবং বালিকা সংখ্যা ২২। ঘাটুরার মক্তবটীতে বালক সংখ্যা ২১। শিক্ষক সৈয়দ সঈদ আহম্মদ, মুনসী আজিজউদ্দিন এবং মুনসী আবদুল জব্বার। সকলেই যত্ন সহকারে নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। সুখের বিষয় আহমদীগণের মধ্যে ক্রমশঃ শিক্ষার ইচ্ছা বলবতী হইতেছে। ঘাটুরাতে একটী পৃথক বালিকা মক্তব স্থাপিত হইয়াছে এবং নাটাই এবং কোড্ডা গ্রামে দুইটী নূতন মক্তব কিছুকাল হইতে কার্য্য করিতেছে। বাসুদেব গ্রামের আহমদীগণও একটী মক্তব স্থাপনের জন্য যথেষ্ট সচেষ্ট আছেন। এই সকল চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। এবং জামাতের তালিম এবং তরবিয়তের পক্ষে সবিশেষ উপকারী। এই সকল মক্তবে আহমদী বালকদিগের সঙ্গে গয়ের আহমদী বালক-বালিকাগণও উপস্থিত হইয়া থাকে। সুতরাং তবলিগের পক্ষেও ভবিষ্যতে ফলপ্রদ হইবে আশা করা যায়।

লাইব্রেরীর জন্য এ বৎসর মোট ৯২৵০ আনা খরচ হইয়াছে।

বর্ত্তমানে লাইব্রেরীতে পুস্তকের সংখ্যা ১৩৫। লাইব্রেরী হইতে পুস্তক গ্রহণের নিয়মাবলী ইতিপূর্ব্বে বুলেটীনে প্রকাশ করা হইয়াছে।

গত বাৎসরিক জলসা উপলক্ষে আঞ্জুমান খরচে সৈয়দ সঈদ আহম্মদ মিয়াকে কাদিয়ানে প্রেরণ করা হয়। তিনি তথায় প্রায় তিন সপ্তাহ কাল অবস্থান করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন। সুখের বিষয় তাঁহার সমভিব্যাহারে অন্য ৯ জন আহমদী ভ্রাতাও কাদিয়ানে গিয়াছিলেন। এবং তথাকার অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া এবং হজরৎ খলিফাতুল মসিহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।

আঞ্জুমানের ম্যানেজারের কার্য্যের জন্য ভ্রাতা সৈয়দ সঈদ আহম্মদকে মাসিক ৭৲ টাকা হিসাবে বেতন দেওয়া হয়। তিনি যেরূপভাবে আঞ্জুমানের কার্য্য চালাইতেছেন তাহা প্রশংসনীয়। মিয়া রহমত আলী এখনও কাদিয়ানেই আছেন। যতদূর জানা গিয়াছে তাঁহার কার্য্যে হজরৎ খলিফাতুল মসিহ বিশেষ প্রীত আছেন। তাঁহাকে এ বৎসর ১০৲ টাকা সাহায্য প্রেরিত হইয়াছে।

গত জলসাতে শ্রদ্ধেয় মীর সেকেন্দর আলী সাহেবকে তবলিগের সেক্রেটারী মনোনীত করা হয়। তিনি বার্দ্ধক্য-হেতু এ কাজ করিতে অক্ষমতা প্রকাশ করিলে মুনসী আজিজ উদ্দীনকে এই কার্য্যের ভার দেওয়া হয়। মুনসী আজিজ উদ্দীন এই কার্য্য অনেক উৎসাহ এবং পরিশ্রমের সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন। নভেম্বর, ফেব্রুয়ারী, জুন এবং জুলাইতে গোকর্ণ, হরিণাদি, ঘাটুরা এবং ভাদুঘরে ৪টী মাসিক সভা আহুত হয়। তাহাতে ১৫ হইতে ৩৫ জন শ্রোতা উপস্থিত থাকে। শ্রোতাদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ গয়ের আহমদী। এতদ্ব্যতীত মুনসী সাহেব শ্রীহট্ট জেলার কাশিম নগর এবং ত্রিপুরার অন্তর্গত মুরগী বাজার হাটে এবং চতুষ্পার্শস্থ ৬ খানি গ্রামে গিয়া হিন্দু এবং মুসলমানকে সেলসেলার খবর দিয়াছেন। তাঁহার উদ্যম অতি প্রশংসনীয়। খোদাতালা তাঁহাকে আরো অধিক খেদমত করিতে তওফিক দেন।

আমাদের অন্যতম ভ্রাতা মৌলবী জিল্লোর রহমান সাহেব বিগত জুলাই মাসে কাদিয়ান হইতে আসিবার পর ব্রাহ্মণ-বাড়ীয়ার জগৎ বাজারে সাপ্তাহিক প্রচারের বন্দোবস্ত করা হয়। চারি সপ্তাহ এইরূপ কার্য্য করার পর হজরত আমীর সাহেবের আদেশমত কুমিল্লায় কার্য্য করিবার জন্য তিনি তথায় গমন করেন।

আহমদী স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত গত আগষ্ট মাসে হজরত আমীর সাহেবের আদেশানুযায়ী মৌলভী নেজাবতুল্লা সাহেব আহমদীগণের বাটিতে গিয়া স্ত্রীলোকদিগকে উপদেশ এবং শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। এই প্রণালীতেএই কার্য্য করিলে জমাতের ইমানী অবস্থার শীঘ্রই উন্নতি হইবে আশা করা যায়। দুঃখের বিষয় কয়েক দিবস কাজ করিবার পর এই বন্দোবস্ত স্থগিত রাখিতে হয়।

সাধারণ বিভাগের সেক্রেটারী মৌলভী আওসাফ আলী সাহেব রাইতলার হাজী আবদুল করীম সাহেবের প্রতি গয়ের আহমদীগণের অত্যাচার ব্যাপারে স্থানীয় পুলিস ও ম্যাজিষ্ট্রেটের মনযোগ আকর্ষণ করিতে বিশেষ কৃতকার্য্যতা লাভ করেন। তাহার ফলে হাজী সাহেবের অসুবিধা দূর হয়। এতদ্ব্যতিরেকে আরও সামাজিক বিষয়ে তিনি জমাতের যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছেন।

অতঃপর আমি অর্থ বিভাগের সেক্রেটারী সৈয়দ সঈদ আহমদ সাহেবের কার্য্য উল্লেখ করিতে গিয়া তাঁহার কার্য্য তৎপরতা এবং কার্য্য কুশলতার প্রসংশা না করিয়া থাকিতে পারি না। তিনি দপ্তরের কার্য্য যেরূপ সুচারুভাবে চালাইয়াছেন তেমনি আয় ব্যয় সম্বন্ধেও যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার এবং বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত আয় ব্যয়ের হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

জমা—	
১। মাসিক চাঁদা	২০৯/০
২। মুষ্টি	৮৬৶/০
৩। অনিয়মিত দান	৮৩/১০
৪। আলবুশরার আয়	২'৶/০
৫। বুলেটীনের আয়	৸৵০
৬। চল্লিশ হাজার তহরিকের চাঁদা	৬৭৵০
৭। ওয়াকফ সম্পত্তির আয়	৩৬৲
৮। কাদিয়ানে জলসার চাঁদা	১৮৲
গত বৎসরের ৭।০	
এ বৎসরের ৮৸০	
৯। প্রেসের চাঁদা	২৭॥০
১০। সাদকায় ফেতর	৭৮৷৵১০
১১। কোরবাণীর খালের মূল্য	২০৷৵০
১২। জাকাৎ	১৫৫৲
গত বৎসরের ১২২৲	
এ বৎসরের ৩৩৲	
১৩। সাদকায় নাফেলা	৩৪৷৵৫
গত বৎসরের ২৮৵৫	
এ বৎসরের ৬।০	
১৪। নজরানা	১৫৲
১৫। ৭ম বার্ষিক জলসার চাঁদা	১৩৩৸০
১৬ ৮ম বার্ষিক জলসার চাঁদা	১৯৷৵০
মোট আয়	২৭৮৪৸/৫
বাদ খরচ	২৪৪৯৸৵০
অবশিষ্ট তহবিল	৩৩৪৸/৫

খরচ—	
কাদিয়ানে প্রেরিত টাকার হিসাব	
১। নিয়মিত চাঁদা	১২০০৲
২। কাদিয়ানের বার্ষিক জলসার চাঁদা	১৬৲
৩। সদকায় ফেতর	৫০॥০
৪। কোরবাণীর খালের মূল্য	১৯॥০
৫। জাকাৎ	১৫৫৲
৬। নজরানা	৫৲
৭। চল্লিশ হাজার তহরিকের চাঁদা	৬৭৵০
	১৫১৩৵০
স্থানীয় খরচের হিসাব	
৮। ৭ম বার্ষিক স্থানীয় জলসার খরচ	১৩৫।১০
৯। আঞ্জমনের ম্যানেজারের বেতন	৮৪৲
১০। লাইব্রেরী খরচ	৯২৶০
পুস্তকের মূল্য ৭১৸/০	
পুস্তকের বাঁধান ৩৸০	
আলফজলের মূল্য ৮॥৵০	
১১। মক্তবের সাহায্য	২৬৬৲
১২। কাদিয়ানে লোক প্রেরণ	৭২৲
১৩। মবল্লেগের বেতন	১৯০৲
১৪। দরিদ্রদিগকে দান	২৯৲১০
ফেৎরা হইতে ২৮৵১০	
কোরবাণীর খালের মূল্য হইতে ৸৵০	
১৫। দপ্তরের বাজে খরচ	৫৭৸০
১৬। আঞ্জমনের সাধারণ ফাণ্ডের ঋণ শোধ	১০॥০
মোট খরচ	২৪৪৯৸৵০

তহবিলের বিবরণ :—

১। প্রেসের চাঁদা	২৭॥০
২। নজরানা	১০৲
৩। সাদকায় নাফেলা	৩৪৷৵৫
৪। ৮ম বার্ষিক জলসার চাঁদা	১৯৷৵০
৫। সাধারণ ফাণ্ড	২৪৩॥৶০
মোট	৩৩৪৸/৫

উপরোক্ত খরচ ব্যতিরেকে রায়তলা নিবাসী হাজী আবদুল করিম সাহেবের বেহেস্তি মোকবেরার চাঁদার দরুণ ৬০০৲ টাকা কাদিয়ানে প্রেরণ করা হইয়াছে। তাহা হিসাবে দেখান হয় নাই।

উপসংহারে আমি প্রস্তাবিত প্রেস সম্বন্ধে কিছু বলিয়া এই রিপোর্ট শেষ করিতেছি। বর্ত্তমান কালে প্রচার কার্য্যের জন্য নিজেদের প্রেস থাকা যে কতদূর আবশ্যক তাহা শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই অবিদিত নাই। বঙ্গদেশে আহমদিগণের নিজেদের কোন প্রেস না থাকাই সেলসেলার তালিম এবং জামাতের তালিম সম্বন্ধে একটী প্রধান প্রতিবন্ধক হইয়াছে। গত জলছায় ২৩০০৲ টাকা খরচ করিয়া একটি প্রেস স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়, তাহার মধ্যে ১৩০০৲ টাকা মফস্বলবাসী আহমদি ভ্রাতাগণ হইতে তাহাদের বকেয়া চাঁদা আদায় দ্বারা সংগ্রহ করা এবং স্থানীয় ভ্রাতাগণ হইতে ১০০০৲ টাকা নূতন চাঁদা তুলিবার প্রস্তাব করা হয়। এ বৎসর বকেয়ার পরিমাণ পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভ্রাতাগণ এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ মনোযোগী হইলেই এই কার্য্য অনায়াসে সাধিত হইতে পারে। প্রেসের জন্য যে ২৭৷৷০ আনা আদায় হইয়াছে সুখের বিষয় তন্মধ্যে শ্রদ্ধেয় জনাব মুফতী মহাম্মদ সাদেক সাহেব এবং ডিব্রুগড় নিবাসী মৌলভী মহাম্মদ আমীর সাহেব সর্ব্বপ্রথম শরীক হইয়াছেন।

পরিশেষে খোদাতালার শোকর এবং হাম্‌দ করিয়া আমি এই রিপোর্ট সমাপ্ত করিতেছি। আমাদের নিতান্ত ত্রুটী সত্ত্বেও তিনি আঞ্জমনের কার্য্য যেরূপভাবে চালাইয়া দিয়াছেন ইহাতে লজ্জায় এবং ক্ষোভে মস্তক অবনত হইয়া পড়ে। তিনিই গফুর ও সাত্তার এবং বান্দাদিগের প্রতি অসীম অনুগ্রহকারী। তিনি স্বয়ং আমাদিগকে তাঁহার ঈপ্সিত পথে পরিচালন করুন। আমীন। الحمد لله رب العالمين

বঙ্গীয় আঞ্জুমনে আহমদিয়ার ১৯২৪-২৫ সনের কার্য্য প্রোগ্রাম।

১। চাঁদার হার পূর্ব্ব বৎসরের অনুরূপই থাকিবে। যে সকল ভ্রাতা এখনও মাসিক চাঁদা ধার্য্য করেন নাই বা যাঁহাদের চাঁদার হার নির্দ্ধারিত হার অপেক্ষা কম আছে তাঁহাদিগকে চাঁদা ধার্য্য করিতে এবং হার বৃদ্ধি করিতে অনুরোধ করা হয়। স্থানীয় ইমামগণ স্থানীয় জামাতের মাসিক চাঁদা মোট মাসিক ২০৲ টাকা বৃদ্ধি করিতে স্বীকার করিলেন। মফঃস্বলের ভ্রাতাগণ যাঁহারা সভাতে উপস্থিত ছিলেন তাহাদের চাঁদা মাসিক ২৯৲ টাকা বৃদ্ধি করিতে স্বীকার করিলেন। এইরূপ বৃদ্ধির পর অঙ্গীকৃত মাসিক চাঁদার পরিমাণ ২৭৫৲ টাকা হইবে। এই চাঁদা যাহাতে নিয়মিত ভাবে আদায় হয় তজ্জন্য সকলেই সচেষ্ট হইবেন।

২। মুষ্টির জন্য পূর্ব্ব বৎসর হইতে এবৎসর আরও অধিক চেষ্টা করিতে হইবে। একার্য্যে মহাল্লার ইমামদিগের সহায়তা সর্ব্বাধিক কার্য্যকারী হইবে।

৩। আগামী বৎসরের বিভিন্ন বিভাগীয় খরচ নিম্নলিখিত রূপ মঞ্জুর করা গেল।

		নিয়মিত	অতিরিক্ত
ক। কাদিয়ানে চাঁদা প্রেরণ …		১২০০৲	২০০৲
খ। লাইব্রেরী …			৫০৲
গ। তালিম বিভাগের খরচ …		৪২০৲	
আহমদিপাড়া বালক মক্তব	১০৮৲		
" বালিকা "	১০৮৲		
ঘাটুরা বালক "	৭২৲		
নাটাই " "	৩৬৲		
কোড্ডা " "	৩৬৲		
বাসুদেব " "	৩৬৲		
বাজে খরচ	২৪৲		
ঘ। তালিফ এবং এশায়াৎ বিভাগের খরচ		৩৩০৲	
মাসিক বুলেটীন	২১০৲		
ত্রৈমাসিক ট্রাক্ট	১২০৲		
ঙ। তবলিগ বিভাগের খরচ		১৭২৲	
মবল্লগগণের বাবরদারী	১০০৲		
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মবল্লগগণের বাসা ভাড়া	৭২৲		
চ। দপ্তরের খরচ		২০০৲	
ম্যানেজারের বেতন	১২০৲		
বাজে খরচ	৮০৲		

ছ। সঙ্কল্পিত প্রেসের জন্য এবৎসর মোট ১৩৫০৲ টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে তন্মধ্যে

		নিয়মিত	অতিরিক্ত
বকেয়া চাঁদা হইতে	৮৫০৲		
এবং হাল চাঁদা হইতে	৫০০৲		১৩৫০৲
মোট		২৩২২৲	১৬০০৲

গত বৎসরের বকেয়া চাঁদা হইতে এ বৎসর নিম্ন লিখিত পরিমাণ চাঁদা আদায় করিতে হইবে। এই চাঁদা প্রেস খরিদের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।

মফস্বলবাসী ভ্রাতাগণ হইতে	৬৫০৲
স্থানীয় " "	২০০৲

৫। এপ্রেল মাসের কাদিয়ানে পরামর্শ সভায় যোগদান করিবার জন্য মৌলভী হুছাম উদ্দীন হায়দর সাহেবকে আঞ্জমনের প্রতিনিধি মনোনীত করা হইল।

৬। আঞ্জমনের অধীন মক্তব গুলিতে শিক্ষা কার্য্য কিরূপ হইতেছে তাহা দেখিবার জন্য মৌলভী আসাফ আলি এবং মৌলভী গেয়াস উদ্দীন ছাহেবানকে অনুরোধ করা হইল।

৭। বয়স্ক ব্যক্তিদিগের শিক্ষার নিমিত্ত জামাতে নমাজ কোরাণ শরীফের দরস্, একত্র কোরাণ পাঠ, সন্ধ্যা বৈঠকে সেলসেলার সংবাদ পত্র এবং পুস্তকাদি পাঠ ইত্যাদি কার্য্য যাহা ইতিপূর্ব্বে ইমামদিগকে সোপর্দ্দ করা হইয়াছিল, তদ্বিষয় তাহাদিগকে পুনরায় মনোযোগী হইতে এবং চিফ সেক্রেটারীর নিকট নিজদের কার্য্যের মাসিক রিপোর্ট দিতে অনুরোধ করা হইল।

৮। এ বৎসর পুনরায় আহমদিয়া বুলেটীন মাসিক আকারে প্রকাশ করা হইবে এবং বৎসরে অন্ততঃ ৪ খানি ট্রাক্ট প্রকাশ করা হইবে।

৯। মৌলভী জিল্লোর রহমান ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতে মবল্লেগ থাকিবেন। বঙ্গদেশের অন্যান্য অঞ্চলে তবলিগ করিবার জন্য কারী নঈম উদ্দীন সাহেব অবৈতনিক ভাবে মবল্লেগের কার্য্য করিবেন। তাহার আবশ্যকীয় যাতায়াত খরচ আঞ্জমন হইতে দেওয়া হইবে।

১০। আঞ্জমনের কর্ম্ম নির্ব্বাহের জন্য নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ সেক্রেটারী নিযুক্ত হইলেন।

সাধারণ বিভাগের সেক্রেটারী	মৌলভী আওসাফ আলি।
তবলিগ " "	" আবদুল লতীফ।
তালিম এবং তালিফ "	" হুছামউদ্দীন হায়দর।
চিফ সেক্রেটারী	" আবুল হাসেম খাঁ চৌধুরী।

(তিনি অর্থবিভাগের কার্য্যে থাকিবেন)

১১। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ স্থানীয় এবং মফস্বলের মহাল্লা সমূহের ইমাম নিযুক্ত হইলেন।

স্থানীয়।

	মহাল্লা—	ইমামের নাম—
১।	আহমদিপাড়া	মুনসী আবদুল গনি *
২।	ভাদুঘর	" মেয়েজউদ্দীন *
৩।	কাউতলি	কারী মুজাফর আলী
৪।	সদাগরপাড়া	মুনসী আবদুল বারী
৫।	মুরাইল	" আবদুর রজ্জাক
৬।	ফকীরহাটী	" আনসার আলী
৭।	পৈরতলা	" মনছুর আলী
৮।	নাটাই	" আবদুল কবীর
৯।	ঘাটুরিয়া	" মৌলা আলী *
১০।	সোহেলপুর	মৌলভী নেজাবৎউল্লা *
১১।	হরিনাদি	মুনসী করমউদ্দীন
১২।	সরাইল	মীর সেকেন্দর আলী*
১৩।	গোকর্ণঘাট	মুনসী জাহান বক্স হাজী
১৪।	তাওড়া	" দেওয়ানউদ্দীন *
১৫।	বিজেশ্বর	" আবদুল হাকিম
১৬।	কোড্ডা	" আবদুল গফুর *
১৭।	বাসুদেব	মৌলভী গেয়াসউদ্দীন *
১৮।	দেবগ্রাম	মুনসী জয়নাল হোসেন খাঁ
১৯।	খরমপুর	" সামসুদ্দীন
২০।	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া বাজার	" আবদুল ছাত্তার *
২১।	পুনিয়াট	মৌলভী এমদাদ আলী *
২২।	খলিয়ারা	মুনসী আফসরউদ্দীন ভূঞা *
২৩।	দাতিয়ারা	" সুরুজ মিঞা

	...হতলা	হাজী আবদুল করিম
২৫।	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	সৈয়দ সঈদ আহমদ *
	মফস্বল	
২৬।	ঢাকা	কাজী আবদুল ওহাব
২৭।	চট্টগ্রাম	মৌলভী আবদুল লতীফ *
২৮।	বগুড়া (দিগদাইড়)	মুনসী আরজউদ্দীন *
২৯।	আমীন গাঁও (আসাম)	,, দেলাওর হুসেন
৩০।	ডিব্রুগড় (আসাম)	মৌলভী মোহাম্মদ আমীর *
৩১।	শ্রীমঙ্গল (আসাম)	মুনসী গোলাম মৌলা *
৩২।	ঈশ্বরগঞ্জ (আসাম)	,, আলী আজহার
৩৩।	সৈয়দপুর	মৌলভী আবদুল সোবহান*
৩৪।	ঠাকুরগাঁও	,, মহাম্মদ ইয়াসীন *
৩৫।	জলপাইগুড়ী	,, খলিলুর রহমান *
৩৬।	চুচুরা	,, হুছামউদ্দীন হায়দর*
৩৭।	কুমিল্লা	মুনসী বজলর রহমান
৩৮।	তাতারকাঁদি	সৈয়দ আজীজল হক *
৩৯।	সিরাজগঞ্জ	মুনসী মহিউদ্দীন
৪০।	মুরসিদাবাদ	মৌলভী হাফেজ তৈয়ব উল্লা*

* চিহ্নিত এযামগণ কমিটীর মেম্বর।

মোস্‌বেরা কমিটি।

উপরে চিহ্নিত ২২ জন মেম্বর ব্যতিরেকে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ মোস্‌বেরা কমিটির মেম্বর নিযুক্ত হইলেন।

১। মৌলভী আবুল হাসেম খাঁ চৌধুরী
২। ,, আউসাফ আলী
৩। ,, জিল্লোর রহমান
৪। মুনসী আজহার উদ্দীন আহমদ (দেওড়া)
৫। ,, আজীজ উদ্দীন আহমদ (ভাদুঘর)
৬। ,, সেরাজল ইসলাম ভূঞা (বাসুদেব)
৭। ,, রফীকউল্লা সিকদার (নাটাই)
৮। ,, গোলাম হোসেন খাঁ (দেবগ্রাম)
৯। ,, আফসর উদ্দীন সাহেব (কোড্ডা)

লণ্ডন-প্রবাসী ভ্রাতা আবদুর রহমান কাদীয়ানীর পত্র।

আল্‌ফজল হইতে উদ্ধৃত।

বৃটীশ এম্পায়ার একজিবিশনে আহুত ধর্ম্ম সভায় হজরত খলিফাতুল মছির বক্তৃতার সময় ছিল অপরাহ্ন কাল। সভার কার্য্য বেলা ২টার সময় আরম্ভ হয়। ২টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত এক ঠায় বসিয়া থাকা একজন ধর্ম্মের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ইংলণ্ড বাসীর পক্ষে বিষম অগ্নি পরীক্ষা। এ দেশের লোককে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য কঠিন পরিশ্রম করিতে হয়। এক এক মিনিট তাহাদের নিকট অতি মূল্যবান। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যার সময় থিয়েটার ও নাচ দেখিয়া তাহারা ক্লান্তি দুর করে। এহেন জাতির পক্ষে ২টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত বসিয়া থাকা এক অসম্ভব ব্যাপার, তাহারা বড় জোর ঘণ্টা খানেক বসিয়া থাকিতে পারে। হজরত ছাহেবের পূর্ব্বে ২ জন বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন, একজন সাধারণ ইসলামের পক্ষে এবং আর একজন শিয়ামতের সমর্থন করিয়া। আমাদের ছেলছেলা সম্বন্ধে লোকদিগকে বিমুখ করার জন্য ইতিপূর্ব্বে দস্তুর মত চেষ্টা করা হইয়াছিল। অতএব সময় ও অবস্থা দৃষ্টে আমাদের অবস্থা বড় আশাপ্রদ ছিল না। আল্লার অসংখ্য ধন্যবাদ এই সকল বাধা বিঘ্ন সত্বেও হজরত ছাহেবের লেকচার যেরূপ আশাতীত সফলতার সহিত সম্পন্ন হইয়াছে তাহা একটা অলৌকিক ক্রিয়ার (মোজেজা) ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি হজরত ছাহেবের লেকচারের পূর্ব্বে ২ জনের বক্তৃতা পাঠ হইয়াছিল। তাঁহার বক্তৃতা সেদিনকার শেষ বিষয় ছিল। উপস্থিত লোকবৃন্দ ক্রমাগত ২॥ ঘণ্টা কাল বসিয়া বসিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তার উপর তাঁহার বক্তৃতার বিষয়গুলি ও অভিনব ধরণের ছিল' যৎসম্বন্ধে ইউরোপীয় গণের কতকগুলি বদ্ধমূল ধারণা রহিয়াছে, যাহার বিরুদ্ধে তাহারা কোন কথা শুনিতে সম্পূর্ণ নারাজ অর্থাৎ গোলামী, সুদ, বহু বিবাহ ইত্যাদি। তাঁহার বক্তৃতার বিষয়গুলির একটা মোটা-মুটী খসড়া পূর্ব্বেই সভায় বিতরণ করা হইয়াছিল। সুতরাং এই আশাতীত ফললাভ আমার নিকট বাস্তবিক মোজেজা বলিয়া মনে হয়।

লেকচারের পূর্ব্বে আধ ঘণ্টা চা-পানের জন্য সময় নির্দ্ধারিত ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় অনেক পুরুষ ও অনেক স্ত্রীলোক চাপান না করিয়াই বোধ হয় তাড়াতাড়ি জায়গা দখল করিতে ব্যস্ত ছিল। লোক সকল দৌড়িয়া দৌড়িয়া সম্মুখের চেয়ার গুলি অধিকার করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সম্পূর্ণ হল লোকে ভরিয়া গেল। একটুও বসিবার জায়গা খালি রহিল না। ঠিক ৫টার সময় সার থিওডোর মরিসন (Sir Theodore Morrison, K. C. I. E., C. B. E.) প্রেসিডেণ্ট দাড়াইয়া বলিলেন যে ইসলামের মধ্যে আবাহমান কাল হইতে এমন এক এক ফেরকার উৎপত্তি হইয়াছে যাহারা ইসলামকে তৎকালীন জীবন যাত্রার উপযোগী বলিয়া প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান কালে আহমদীয়া ছেলছেলা কোরাণ ও হাদিস হইতে গূঢ়তত্ত্ব সকল উদ্ধার করিয়া ইছলামের যে চেহারা আজ পৃথিবীর সমক্ষে উদ্ঘাটিত করিয়াছে তাহা অতীব প্রশংসনীয় এবং আমি আমার ৭০ বৎসর ব্যাপী দীর্ঘ জীবনে এমন অদ্ভুত ব্যাপার দেখি নাই বা শুনিও নাই। এই ফেরকার মূলতত্ত্ব গুলি প্রমাণের প্রণালী অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত এবং এই বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগে ইহা ইছলামের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতেছে।

তৎপর হজরত ছাহেব দাঁড়াইয়া বলিলেন "আল্লার শত শত প্রশংসা যে তিনি আমাকে এই ধর্ম্ম সভায় যোগদান করিতে ও আমার নিজমত প্রকাশ করিবার সুযোগ দিয়াছেন। আমি এই সভার উদ্যোক্তা ব্যক্তিগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। আমার বক্তব্য বিষয় আমার শিষ্য চৌধুরী জাফর উল্লা খাঁন বার-এট-ল পাঠ করিবেন।" তৎপর হজরত চৌধুরী ছাহেবকে ইঙ্গিত করিলেন তিনি দাঁড়াইলেই হজরত ছাহেব তাঁহার কাণে কাণে বলিলেন ঘাভ্‌রাইও না, আমি দোওয়া করিব। চৌধুরী ছাহেব গুরুগম্ভীর স্বরে বক্তৃতা পাঠ সুরু করিলেন। তাঁহার উচ্চারণ অতি স্পষ্ট, ভঙ্গী অতি মনোমুগ্ধকর এবং আও-য়াজ হলের সর্ব্বত্রই উত্তমরূপে শ্রুত হইতেছিল, শ্রোতাগণ বিস্ময় আনন্দে এক এক বার খাড়া হইয়া উঠিতেছিল আবার বসিয়া পড়িতেছিল। সকলের মুখে এক অভিনব আনন্দের ছটা, এক এক বার কেহ কেহ উত্তেজিত হইয়া চিয়ারহু দিতে উদ্যত হয়, অমনি অপর শ্রোতাগণ তাহাদিগকে বারণ করে। তবু মাঝে মাঝে হাততালি পড়িয়াছিল। কোনও শ্রোতা এমনি তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিল যেন তাহার বাহ্য জ্ঞান রহিত হইয়াছে। আবার কেহবা মুখব্যাদন করিয়া হা করিয়াই আছে। কোন ২ স্ত্রীলোক মাথা হেলাইতেছিল। উদ্যোক্তাগণ ভয় করিয়াছিলেন হয়ত শ্রোতাগণ শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া উঠিয়া পড়িবে কিন্তু খোদার কি মহিমা একটী লোকও চেয়ার ছাড়িল না বরং আরও জমিয়া বসিল যেন তাহাদিগকে শিকলে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। সকলেই ছবির ন্যায় বসিয়া রহিল—অত্যন্ত অভি-নিবেশ সহকারে বক্তৃতা শুনিতে লাগিল। বিষয়ের সৌন্দর্য্য, যুক্তির শৃঙ্খলা ও ভাবের মাধুর্য্য তাহাদিগকে এক অপূর্ব্ব আনন্দ-রসে আপনহারা করিয়া দিয়াছিল। এক ঘণ্টার মধ্যে পাঠ শেষ হইল যদি ২ ঘণ্টাও লাগিত তবুও মনে হয় যেন তাহারা শেষ পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট মনে বসিয়া শুনিত।

তৎপর প্রেসিডেণ্ট মহোদয় দণ্ডায়মান হইয়া হজরত সাহেব-কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন "আপনার বক্তৃতা অদ্যকার সভায় সর্ব্বোচ্চস্থান লাভ করিয়াছে। তৎপর অনেক ইংরেজ পুরুষ ও মহিলা হজরত সাহেবের চারিদিক ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন, কেহ বলিলেন, এমন কথা জীবনে কখনও শুনি নাই, কেহ বলিলেন, তিনি এই জমানার লুথার (মোছলেহ্‌)। কেহ বলিলেন, তাঁহার চেহারায় যেন আগুণ জ্বলিতেছে। একজন জার্ম্মান প্রোফেসার বলিলেন, এমন উচ্চ-ভাব জীবনে রোজ শুনিতে পাওয়া যায় না ইত্যাদি।